যায়যায়দিন

তারিখ 06 APR 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

■ Dhaka ■ Friday ■ 6 April 2007

# সার্ক ঘোষণা যেন কাগজে-কলমে পড়ে না থাকে

৩০ দফা দিল্লি ঘোষণার মধ্য দিয়ে শেষ হলো সার্কের ১৪তম সম্মেলন। প্রতি বারের মতো এবারো ঘোষণায় এসেছে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয়। প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে দক্ষিণ এশিয়াকে একটি শান্তি ও সমৃদ্ধশালী অঞ্চলে রূপান্তরের। সব দিক মিলিয়ে একটি সফল সার্ক সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে ইনডিয়ার রাজধানী নিউ দিল্লিতে।

তিনটি বিষয়কে এবারের সম্মেলনে দেয়া হয়েছে সর্বোচ্চ গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার। এর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে সন্ত্রাস দমন ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা জোরদারের বিষয়টি। দারিদ্র্যমুক্তির অঙ্গীকারও ছিল এবারের সম্মেলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বহুমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানোর প্রত্যয়ও ব্যক্ত করা হয়েছে সার্ক সম্মেলনে।

বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাফটা চুক্তি পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন সার্ক নেতারা। অশুল্ক বাধা দূর করার কথাও বলা হয়েছে সম্মেলনে। তবে যে ঘোষণাটি সবচেয়ে আশার সঞ্চার করেছে তা হলো স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে ইনডিয়ার শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয়ার ঘোষণা। বাংলাদেশও এই সুবিধা পাবে। এতে করে বাংলাদেশের সঙ্গে ইনডিয়ার প্রায় ৮০০ কোটি ডলারের বাণিজ্য ঘাটতি অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

জ্বালানি খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধি, পরিবেশ বিপর্যয় রোধ, সরাসরি বিমান যোগাযোগ চালু, ভিসা সহজীকরণ, নারী ও শিশু পাচার রোধ এবং মাদকদ্রব্য চোরাচালান বন্ধে পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলা হয়েছে দু'দিনের সার্ক সম্মেলনে। এছাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, খাদ্য ব্যাংক গঠন ও সার্ক ইউনিভার্সিটি নির্মাণের ঘোষণা এসেছে এ সম্মেলন থেকে। সেবা ও প্রযুক্তি খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধি, ভূগর্ভস্থ আর্সেনিক সমস্যার সমাধান এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় একযোগে কাজ করার প্রত্যয়ও ব্যক্ত করা হয়েছে এবারের সার্ক সম্মেলনে।

কল্যাণমুখী ও প্রয়োজনীয় অনেক ঘোষণাই আমরা পেয়েছি এবারের সার্ক সম্মেলন থেকে। এখন কাজ হবে এ ঘোষণার বাস্তবায়নের দিকে মনোযোগ দেয়া। সার্ককে আমরা আর ঘোষণা ও আনুষ্ঠানিকতার সম্মেলন হিসেবে দেখতে চাই না। একটি কার্যকর ও গতিশীল সার্কের উপস্থিতি এ অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের চাওয়া। সম্মেলন শেষ হয়ে গেলেও আঞ্চলিক যোগাযোগ চলমান রাখতে হবে সব সময়। এ জন্য সার্ক মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক আরো জোরদার ও নিয়মিত করার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। ঘোষণার বাস্তবায়ন কতোটুকু হয়েছে তা মনিটর করতে হবে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে।

সার্ককে কার্যকর করতে যে দেশটি সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে সেটি হচ্ছে ইনডিয়া। পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ জনগোষ্ঠীর এ দেশটি আন্তরিক হলে সার্ক আরো গতিশীল হবে। মার্চেন্ট ব্যাংকার গোল্ডম্যান স্যাকস তাদের একটি গবেষণা রিপোর্টে বলেছে, ২০৫০ সালের মধ্যেই ইনডিয়া বিশ্ব অর্থনীতির দ্বিতীয় আসনটি দখল করবে। আর প্রথম আসনটি থাকবে চায়নার দখলে। বিশ্ব অর্থনীতির দ্বিতীয় আসনে যেতে ইনডিয়াকে অবশ্যই তার প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনতে হবে। প্রতিবেশী দেশগুলোকে বঞ্চিত রেখে কিংবা তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে না তুলে ইনডিয়া কখনোই তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না।

ইনডিয়া এখন সার্কের চেয়ারম্যান। সার্ক প্রধান হিসেবে ইনডিয়ার দায়িত্ব হবে দিল্লি ঘোষণার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের দিকে মনোযোগ দেয়া। কল্যাণমুখী ও গুরুত্বপূর্ণ এ ঘোষণার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন দক্ষিণ এশিয়ার বিশাল জনগোষ্ঠীর ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটাতে সাহায্য করবে।

আমরা আর পেছনে পড়ে থাকতে চাই না। এগিয়ে যেতে চাই ইওরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মতো। বাড়াতে চাই বহুমুখী যোগাযোগ। আর এ যোগাযোগ সৃষ্টি করতে সার্ক নেতারা আন্তরিকভাবে কাজ করে যাবেন- এমনটাই আমাদের প্রত্যাশা। সার্ক নেতাদের দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতা যাতে এ অঞ্চলের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও দারিদ্র্য বিমোচনে কাজে লাগে সেটাই সবার কামনা।